BANGLADESH SPECIALIZED HOSPITAL
because you are special

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বরাবর,
প্রধান বার্তা সম্পাদক/ অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর/ চীফ রিপোর্টার

মহোদয়,

বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের গ্যাস্ট্রো এন্টোরোলজি এবং হেপাটোলজি বিভাগের কনস্যালটেন্ট অধ্যাপক ডা. এম এস আরেফিন কর্তৃক একজন রোগী জনাবা মেহবিশ জাহান, ২৮ বছর এর পক্ষে তার অভিভাবক/অভিভাবকবৃন্দ ভুল চিকিৎসা জনিত অভিযোগ আনেন এবং সেই আলোকে গত ২৩ আগষ্ট, ২০২২ ইং তারিখ কিছু সংখ্যক ইলেট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ায় সংবাদ পরিবেশিত হয়। উল্লিখিত কথিত 'ভুল চিকিৎসার' সংক্রান্ত বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিম্নোরুপ:

বাংলাদেশের প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রো এন্টোরোলজিষ্টদের পথিকৃত প্রফেসর ডা. এম এস আরেফিন এর কাছে গত প্রায় ৫ বছর যাবৎ সংশ্লিষ্ট কনস্যালটেন্ট এর আন্তরিকতা, চিকিৎসা পদ্ধতি, আনুসঙ্গিক বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। জনাবা মেহবিশ জাহান এর অগ্নাশয়ে সিষ্ট থাকায় তা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল ধাপ অনুসরণ পূর্বক এন্ডোসকপি প্রসিডিউর এর মাধ্যমে ড্রেইনেজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । এখানে উল্লেখযোগ্য যে অগ্নাশয়ে কোন ধরনের সিষ্ট থাকলে তা এন্ডোসকপির মাধ্যমে গ্যাস্ট্রো এন্টোরোলজিস্ট গণেই করে থাকেন । তবে উক্ত প্রসিডিউর এর সময় কখনো কখনো যে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে তা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত । তাই প্রসিডিউরের পূর্বে এই পদ্ধতির জটিলতা সম্পর্কে রোগীর পক্ষকে বিশদ ভাবে অবহিত করা হয়। ডা. এম এস আরেফিন উক্ত ব্যক্তির উপর কোন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেননি বা তার চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন ধরনের অবহেলা/অসচেতনতা/পেশাদারিত্বের ঘাটতি/গাফিলতা করা হয়নি। ইতোমধ্যে প্রফেসর ডা. এম এস আরেফিন উক্ত প্রসিডিউর প্রায় অর্ধ শতাধিক সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাতে প্রত্যক্ষ ভুমিকা রেখেছেন। উক্ত প্রসিডিউরে যে কিছুটা জটিলতা কখনো কখনো হয়ে থাকে সেজন্য নিয়ম অনুযায়ী রিস্কবন্ড তার বর্তমান বৈধ অভিভাবক (স্বামী) জনাব আহনাফ এর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এরপর রোগীর প্রসিডিউর এর সময় কিছুটা জটিলতার উদ্ভব হলে সাথে সাথে কোড ব্লু কল করা হয়। এবং কাল বিলম্ব না করে জেনারেল সার্জারী বিভাগের সার্জন ডা. ইমরুল হাসান খানকে আহবান করা হয় এবং রোগীর জীবন রক্ষার্থে যা যা করণীয় তা সাফল্য জনক ভাবে সমাপ্ত করা হয়। রোগীর অপারেশনের পর কোন ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে রোগীকে আই সিইউ/এইচ ডি ইউ তে রাখা হয় এবং প্রতিদিন প্রফেসর ডা. এম এস আরেফিন আই সিইউ/এইচডিইউ তে গিয়ে রোগীর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে রোগী সকল প্রকার ঝুঁকিমুক্ত হয়ে ডিসচার্জ গ্রহণ করেন এবং রোগীর পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

এটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে সংশ্লিষ্ট কনস্যালটেন্টদ্বয় এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় রোগীকে সুস্থ্য করা হলেও কোন এক অদৃশ্য কারণে উক্ত বিষয়টি নিয়ে মিডিয়াতে নেতিবাচক ভাবে প্রচার করা হলো যা সংশ্লিষ্ট কনস্যালটেন্ট ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সুখ্যাতিকে উদ্দেশ্যে প্রনোদিত ভাবে ক্ষতি করার নিমিত্তে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

তাই প্রকাশিত এই নেতিবাচক প্রতিবেদনের দ্বিমত জানাই । পাশাপাশি সকল মিডিয়া ব্যক্তিদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই স্বাস্থ্য সেবায় বাংলাদেশ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা যেন নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অগ্রগতি তা যেন ব্যহত না হয় এবং বিদেশী রাষ্ট্র যেন এই হেল্‌থ টুরিজম এর সুযোগ না নেয়।

বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের পক্ষে ,

25/08/22

(মো. সামসুল ইসলাম জিতু)
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
বিডিসিএ বিভাগ
বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল ।